



139988 - সজেদা অবস্থায় যবে ব্যক্তি ভূমি থেকে হাত তুলে চামড়া চুলকালো তার নামায় কবিতালি?

প্রশ্ন

যদি কটে সজেদাকালে তার হাত কথিবা পা উপরে তুলে ফলে; পরে ভূমিতে রাখে ও সজেদা সম্পন্ন করে এতে করে তার নামায় কবিতালি হয়ে যাবে? উদাহরণতঃ এক লোকেরে সজেদা অবস্থায় চামড়া চুলকানোর প্রয়োজন হল বধিায় সবে একহাত উপরে তুলছে। এতে করে তার নামায় কবিতালি? যদি এ কাজটি সবে ভুলে গিয়ে করে তাহলেও কিতার নামায় বাতালি হয়ে যাবে এবং পুনরায় আদায় করা আবশ্যিক হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সাতটি অঙগরে উপর সজেদা করা আবশ্যিক। যবে অঙগগুলোর উপর সজেদা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদশে দয়িছেন। সহহি বুখারী (৮১২) ও সহহি মুসলমি (৪৯০)-এ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যবে, তিনি বলনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমাকবে শরীরেরে সাতটি হাড়েরে উপর সজেদা করার আদশে দয়ো হয়ছে: কপালরে উপর, তিনি হাত দয়িবে নাকরে দকিবে ইশারা করনে, দুই হাত, দুই হাঁটু ও পায়রে পাতার অগ্রভাগরে উপর"।

ইমাম নববী (রহঃ) সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় (৪/২০৮) বলনে: "যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি অঙগ দয়িবে সজেদা না করে তাহলে তার নামায় সহহি হবে না।"[সমাপ্ত]

জমহুর (অধিকাংশ) আলমে (এদরে মধ্যে ইমাম মালকে, শাফয়ে ও আহমাদ রয়ছেন) এ হাদসি দয়িবে দললি দনে যবে, যদি এ সমস্ত অঙগগুলোর উপর সজেদা করা না হয় তাহলে সজেদা সহহি হবে না। তাই কটে যদি ছয়টি অঙগরে উপর সজেদা করে তার সজেদা সহহি হবে না।

ইবনে রজব হাম্বলি "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলনে: "এ অভ্যিতরে পক্ষ্যে প্রমাণ বহন করে এ সহহি হাদসিগুলো; যগুলো এ সমস্ত অঙগগুলোর উপর সজেদা দয়োর নরিদশে বহন করে। নরিদশে দয়ো হয় আবশ্যিকতা বুঝানোর জন্য।"[সমাপ্ত][ইবনে রজব রচিত 'ফাতহুল বারী' (৫/১১৪-১১৫)]

অতএব, যবে ব্যক্তি সজেদাকালীন সম্পূর্ণ সময় সজেদার কোন একটি অঙগ ভূমি থেকে উপরে তুলে রাখে এবং ঐ অঙগরে উপর সজেদা না করে তার নামায় শুদ্ধ নয়। আর যদি সামান্য সময়েরে জন্য উপরে তলে তাহলে ইনশা আল্লাহ তার নামায়



সহহি।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: এক লোক সজেদাকালে সজেদার কোন একটি অঙ্গ উপরে তুলে রেখেছে তার নামায় ক'বাতলি?

জবাবে তিনি বলেন: "যে অভিমতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সেটাই হল: যদি সজেদার পুরো সময়টা উপরে তুলে রাখা যতক্ষণ সজেদাতে ছিল ততক্ষণই উপরে তুলে রেখেছে তাহলে তার সজেদা বাতলি। যদি তার সজেদা বাতলি হয় তাহলে তার নামায়ও বাতলি। আর যদি স্বল্প সময়ের জন্য তুলে রাখা যমেন: অন্য কোন পা চুলকানোর জন্য; এরপর সস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে তাহলে আশা করা এতে কোন অসুবিধা নাই।"[সমাপ্ত][লকীআতুল বাবলি মাফতুহ]

তিনি আরও বলেন:

"এ সাতটি অঙ্গের উপর সজেদার সম্পূর্ণ সময় সজেদা করা ওয়াজবি। অর্থাৎ সজেদাকালে এ অঙ্গগুলোর কোন একটি অঙ্গ উপরে উঠানো জায়যে নয়; হাত নয়, পা নয়, নাক নয়, কপাল নয়, এ অঙ্গগুলোর কোনটাই নয়। যদি ক'উ উপরে উঠায়: তাহলে সে যদি সজেদার পুরো সময়টা উপরে তুলে রাখা তাহলে নিঃসন্দেহে তার সজেদা সহহি নয়। ক'নেনা সে ব্যক্তিতে অঙ্গগুলোর উপর সজেদা করা ওয়াজবি সে অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি অঙ্গের ঘটতি করেছে। আর যদি সজেদার মাঝখানে উপরে উঠায়; উদাহরণতঃ এক লোকের পা চুলকাচ্ছে; ধরে নহি সে ব্যক্তি এক পা দিয়ে অপর পা চুলকালো; তাহলে এ ব্যাপারে ইজতহিদরে অবকাশ আছে। ক'উ বলতে পারেন: তার নামায় সহহি নয়। যহেতে সে সজেদার ক'ছু অংশে এ বুকনটি পালন করেনি। আবার ক'উ বলতে পারেন: তার সজেদা আদায় হয়ে গেছে। যহেতে ধর্তব্য হচ্ছে বেশিরভাগ অংশ। যদি সজেদার বেশির অংশে সে ব্যক্তি সাতটি অঙ্গের উপর সজেদা করে থাকে তাহলে সজেদা আদায় হয়ে গেছে।

এই আলোচনার প্রক্ষেপিতে সর্তকতা হল: সজেদার কোন অঙ্গ উপরে না তুলে ধরৈয় রাখা। এমনকি তার যদি হাত চুলকায়, রানে চুলকায়, পায় চুলকায় তাহলে সে ব্যক্তি সজেদা থেকে দাঁড়ানো পর্যন্ত ধরৈয় রাখবে।"[সমাপ্ত][আল-শারহুল মুমতী (৩/৩৭)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।